গাংনীতে বিজিবির অভিযানে মদ-ট্যাবলেট ও পটকা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর সীমান্তে ভারতীয় মদ, যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট ও পটকা উদ্ধার করেছে বিজিবি।

আজ বুধবার রাত দেড়টার দিকে কাজীপুর বর্ডারপাড়া এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় সেগুলো উদ্ধার করা হয়। ৪৭-বিজিবি ব্যাটেলিয়ন প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাজীপুর এলাকার ১৪৬/৪-এস হতে আনুমানিক ৩০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাজীপুর বর্ডারপাড়া নামক স্থানে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সুবেদার মোঃ হাবিবুর রহমান এর নেতৃত্বে নিয়মিত টহল দল ওই স্থানে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ভারতীয় ৩০ বোতল মদ, ৭শ’ পিস সিলডিনাফিল ট্যাবলেট এবং ১১শ’৪০পিচ চকলেট বাজি (পটকা) উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা।

মেহেরপুরে সাত মাদক সেবণকারীর জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী পৃথক দুটি অভিযানে মোট ৭ জনকে জেল জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

বুধবার দুপুরে সদর উপজেলার বুড়িপোতা ও গভীপুর এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এ জেল জরিমানা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহা: হাবিবুর রহমান।

কারাদণ্ড প্রাপ্তরা হলেন, মেহেরপুর বুড়িপুতা গ্রামের মৃত হেরেন শেখের ছেলে মোঃ আলফাজ হোসেন(৫৫),মোঃ নাছির আলীর ছেলে,মোঃ

আনোয়ার হোসেন(৩২),ধুলো শেখের ছেলে মোঃ আব্দুর রশিদ(৪০),গাংনী উপজেলার ঝিনেরপুল এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে মোঃ রিয়াসাদ আজিম রনি(৩৭),গোভীপুর গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে মোঃ রিপন হোসেন,গাংনী শিশির পাড়া এলাকার ইদ্রিস আলীর ছেলে মোঃআবু আনছারি আলম(৩৯),গোভীপুর গ্রামের কাইয়ুম চৌধুরীর ছেলে সাব্বির আহমেদ ওরফে জনি(৪০)।

পৃথক দুটি অভিযান সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর সদর থানার বুড়িপোতা এলাকায় টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করে ১৫ গ্রাম গাঁজা সহ ০৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয় এবং মেহেরপুর সদর থানার গোভীপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিদেশি মদ পান করা অবস্থায় ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানায় গ্রেফতারকৃতদের বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারা ও ৩০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয় অপরদিকে মেহেরপুর সদর থানার গোভীপুর গ্রামে গ্রেফতারকৃত প্রত্যেককে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এ ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করেছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মেহেরপুরের পরিদর্শক বিনোদবিহারী। তিনি জানিয়েছেন দন্ডপ্রাপ্তদের জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় মাদক সেবনের অপরাধে দুইজনের জেল জরিমানা

দামুড়হুদায় মাদক সেবনের অপরাধে দুইজনকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উবাইদুর রহমান সাহেল।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলো দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ছোটদুধপাতিলা গ্রামের আফাজ উদ্দিনের ছেলে হান্নান (৪৭) এবং একই গ্রামের হযরত আলীর ছেলে মরজেম হোসেন (২৬)।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, মাদক সেবনের অপরাধে অভিযুক্তদের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারা মোতাবেক দুইজনের ৫ দিনের কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়। দণ্ড প্রদান শেষে তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বেলা আনুমানিক ১১টার দিকে ছোট দুধপাতিলা গ্রামের মাঠে জুয়া খেলা চলছে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন সঙ্গীয় অফিসার ফোর্স নিয়ে সশরীরে ছোট দুধপাতিলার মাঠে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে জুয়াড়িরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে, পুলিশ তাদের পেছন অনুসরণ করে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই জুয়াড়িরা পালিয়ে গেলেও ঐ মাঠ থেকেই মাদক সেবনরত অবস্থায় দুইজনকে আটক করে পুলিশ। পরে তাদেরকে ভ্রাম্যমান আদালতে সোপর্দ করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে ছোট দুধ পাতিলা গ্রামের হান্নান এবং মরজেম হোসেন উভয়কে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৫ দিনের জেল ও ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উবাইদুর রহমান সাহেল। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

মেহেরপুরে মাদক সেবনের অপরাধে যুবকের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে গাজাঁ সেবনের অপরাধে আবির হোসেন নামের এক যুবককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত।

গতকাল রবিবার রাতে শহরের ঘাট পাড়ায় জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানে তাকে আটক করা হয়। এসময় তার

কাছ থেকে ৫ গ্রাম গাজাঁ উদ্ধার করে। আটক আবির হোসেন ঘাট পাড়ার আশাদুল ইসলামের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ঘাটপাড়ায় আবির হোসেনের বাড়িতে যৌথ অভিযান চালিয়ে গাঁজা সেবন অবস্থায় তাকে আটক করে।

এ সময় তার কাছ থেকে ৫ গ্রাম গাজাঁ উদ্ধার করা হয়। পরে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে আবিরকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো: হাবিবুর রহমান। অভিযানে মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এসআই মতিয়ার রহমানসহ জেলা আনসার ভিডিপির সদস্যরা অংশ নেয়।

আলমডাঙ্গায় মাদকের ছোবলে আক্রান্ত যুব সমাজ

আলমডাঙ্গায় মাদকের ছোবলে আক্রান্ত যুব সমাজ। প্রশাসনিক গাফিলতি, রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় বিস্তার ঘটছে মরণ এই নেশার।

অপার সম্ভাবনাময় আলমডাঙ্গার যুব সমাজ আজ যেন নীরবে মুর্তিতে পরিণত হচ্ছে মাদকের এক ভয়ংকর অভয়ারণ্যে। মরণনেশার ছোবলে প্রতিদিনই দিকভ্রান্ত হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। স্কুল–কলেজপড়ুয়া থেকে শুরু করে কর্মক্ষম যুবক—কেউই রেহাই পাচ্ছে না এই সর্বনাশা আসক্তি থেকে। পরিবার ভাঙছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, অথচ দেখার যেন কেউ নেই।

মাকড়সার জালের মতো সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে মাদক। মাঝেমধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান চোখে পড়লেও তা অনেকটা দেখানো কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ—এমনটাই অভিযোগ সচেতন নাগরিকদের।

পাশাপাশি মাদকাসক্ত ব্যক্তি আটক হলেও বড় বড় মাদক ব্যবসায়িরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে।

এছাড়াও অধিকাংশ মাদক মামলাই শেষ পর্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে সাক্ষীর অভাবে। আবার যেসব ঘটনায় সাক্ষী পাওয়া যায়, তারা নিরাপত্তাহীনতা, হুমকি ও প্রভাবশালী মহলের ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পান না। ফলে গ্রেপ্তার হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই জামিনে বেরিয়ে আসে মাদক কারবারিরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, মাদক নিয়ন্ত্রণে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়া, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রহস্যজনক নীরবতা এবং ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় অনীহা। এসব কারণে বারবার অভিযোগ উঠলেও কার্যকর ও টেকসই কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। কিছু কিছু জায়গায় প্রকাশ্যে বিক্রি, প্রকাশ্যেই সেবন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গার স্টেশন মোড় ও পুরাতন বাসস্ট্যান্ড বর্তমানে মাদক বিক্রির অন্যতম প্রধান হটস্পট হিসেবে পরিচিত। এখান থেকেই ছড়িয়ে পড়ে মরণনেশা উপজেলার বিভিন্ন প্রান্তে।

এছাড়া প্রতিদিন নিয়মিত মাদক কেনাবেচা ও সেবনের অভিযোগ রয়েছে—উপজেলা নতুন ভবন এলাকা, পৌরসভার সামনে স্টেডিয়ামের ওপর, থানাপাড়া পুকুরপাড়, রেলস্টেশনের ওপর ও ঢালে, লালব্রিজ সংলগ্ন কালভার্টের ওপর এবং ফকট এলাকায়। দিনের আলো কিংবা গভীর রাত—সময় যেন কোনো বাধা নয় মাদক কারবারিদের জন্য।

মাদকের বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের উদ্বেগ জানিয়ে আলমডাঙ্গা শাখার মাদক ও নিরাময় বিষয়ক সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন— “মাদক আজ আলমডাঙ্গার জন্য শুধু আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়, এটি একটি মানবিক ও সামাজিক বিপর্যয়। তরুণ সমাজ ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে। আমরা যদি এখনই শক্ত হাতে প্রতিরোধ গড়ে না তুলি এবং মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করি, তাহলে ভবিষ্যতে এর ভয়াবহ পরিণতি আমাদের সবাইকে ভোগ করতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, সাক্ষী সুরক্ষা, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত অভিযান, নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম ছাড়া মাদক নির্মূল সম্ভব নয়। এখনই যদি কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে আলমডাঙ্গার তরুণ সমাজ শুধু মাদকাসক্তই নয়—একটি হারিয়ে যাওয়া প্রজন্মে পরিণত হবে। সময় এসেছে দায় এড়ানোর নয়, সময় এসেছে দায়িত্ব নেওয়ার। সময় এসেছে নতুন বাংলাদেশ গড়ার।

দামুড়হুদায় ডিবির অভিযানে এক কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের চলমান মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাঁজাসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে দামুড়হুদা থানাধীন কোমরপুর পূর্বপাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি কোমরপুর গ্রামের মৃত আঃ রহমানের ছেলে মোঃ ইউসুফ আলী (৬৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামের সার্বিক নির্দেশনায় জেলা পুলিশের সকল ইউনিটে একযোগে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) এসআই জুম্মান খান ও এএসআই ছানোয়ার হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ গতকাল শুক্রবার সকাল আনুমানিক ৯টা ৪৫ মিনিটের দিকে কোমরপুর পূর্বপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানকালে ওই গ্রামের ইমদাদুলের ছেলে আঃ সালামের বাঁশবাগানের সামনের পাকা রাস্তার ওপর থেকে ইউসুফ আলীকে ১ কেজি গাঁজাসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরে জেলা ট্রাফিক পুলিশের অভিযানে ২ কেজি গাঁজাসহ দু’জন আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী বাজারে জেলা ট্রাফিক পুলিশের নিয়মিত অভিযানে গাঁজাসহ দুই মোটরসাইকেল আরোহীকে আটক করা হয়েছে। আজ বুধবার বারাদী বাজারে ট্রাফিক অভিযান পরিচালনা কালীন সময়ে বেলা ১১.৪০ টার দিকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, মেহেরপুরের গাংনী থানাধীন ভাটপাড়া গ্রামের তাইজুল ইসলামের ছেলে মহিদুল ইসলাম (২৮) ও সদর থানার খোকসা কদমতলা পাড়ার মরহুম মোতালেব মিয়ার ছেলে মহিদুল ইসলাম (৩৬)।

মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের চৌকস ট্রাফিক ইন্সপেক্টর বিশ্বদেব ঘোষ এর নেতৃত্বে সার্জেন্ট মোজাফফর, সার্জেন্ট অথেলো রানা, সার্জেন্ট মামুন ও কনস্টেবল সাইফুল বারাদী বাজারে বেলা সাড়ে ১০ টার দিকে বিভিন্ন যানবাহনের উপর নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় উক্ত ব্যক্তিদের মোটরসাইকেল থামিয়ে কাগজপত্র দেখতে চাইলে তারা কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে তাদের মোটরসাইকেল থেকে নামতে বললে মহিদুলের লুঙ্গির নিচে থাকা পলিথিনে মোড়ানো দুই কেজি একটি গাঁজার পুঁটলি মাটিতে পড়ে যায়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা গাঁজা সরবরাহের কথা স্বীকার করলে তাদের আটক করে বারাদী পুলিশ ক্যাম্প হেফাজতে নেয়া হয়।

এসময় তাদের ব্যবহৃত নাম্বার প্লেট বিহীন একটি মোটরসাইকেল ও একটি মোবাইল পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়। পরে তাদের মেহেরপুর সদর থানায় সোপর্দ করা হয়।

দর্শনায় নাশকতা মামলায় ও ইয়াবাসহ গ্রেফতার-২

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৬০ পিচ ইয়াবাসহ নাশকতা মামলায় ২ জনকে গ্রেফতার করেছে। গতকাল মঙ্গলবার দর্শনা থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে দর্শনা থানার এস আই ইমরান ও সামসুর রহমান মঙ্গলবার দিনগত রাতে দর্শনা অকন্দবাড়িয়াা ও দক্ষিনচাঁদপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ২ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত দুজন দর্শনা থানার দক্ষিনচাঁদপুর গ্রামের জামাত আলীর ছেলে ও নাশকতা মামলার আসামী মোহাম্মদ আলী (৩৩), দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঝরী গ্রামের (মাঝেরপাড়ার) মৃত বাবর আলীর ছেলে আসমাউল ইসলাম (৩০)।

তাদের দুজনকে ১৬০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট ও একটি মোটরসাইকেলসহ আকন্দবাড়িয়া স্কুলের সামনের পাকা রাস্তার উপর থেকে গ্রেফতার করে।

গতকালই দুজনকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

মুজিবনগরে ১৯৯ বোতল নেশাজাতীয় সিরাপসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় র্যাব-১২, সিপিসি-৩ গাংনীর একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

শনিবার র্যাব-১২ সিপিসি-৩ গাংনীর অধিনায়কের নির্দেশনায় র্যাবের একটি টিম মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের বাদল মন্ডলের পুত্র মিনারুল ইসলাম (৫২) কে আটক করা হয়।

এ সময় তার কাছ থেকে ১৯৯ বোতল WINCEREX নেশাজাতীয় সিরাপ এবং একটি

ব্যাটারিচালিত পাখিভ্যান জব্দ করা হয়।

র্যাব সূত্রে জানা যায়, আটককৃত মিনারুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পরিবহন করা হচ্ছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে সে।

এ ঘটনায় আটককৃতের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী ৩৬(১) সারনির ১৪(গ)/৪১ ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাকে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

র্যাব জানিয়েছে, মাদক নির্মূলে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গার ঘোলদাড়ীতে গাঁজাসহ ব্যবসায়ি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা ঘোলদাড়ি ক্যাম্প পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে পাইকপাড়া গ্রামের ফিরোজকে গাঁজাসহ গ্রেফতার করেছে।

গত বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে ঘোলদাড়ি ক্যাম্প পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১শ গ্রাম গাঁজাসহ তাকে গ্রেফতার করে।

জানা গেছে, উপজেলার বড় পাইকপাড়া গ্রামের মাহাবুল হকের ছেলে ফিরোজ আলী (৩০) দীর্ঘদিন ধরে মাদক দ্রব্য বিক্রয় করে আসছিল।

বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাঈলের নেতৃত্বে ঘোলদাড়ি ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই প্রদীপ বিশ্বাস সঙ্গীয় অফিসার ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে ফিরোজের বাড়ির সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করে।